ভোরের কাগজ

তারিখ ...02 APR 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

স্থাপত্যের ছাত্রছাত্রীদের এক টার্মের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

অপসারণ করা হলে পদত্যাগী ১৫ শিক্ষক আদালতের শরণাপন্ন হবেন

কমল ঘোষ : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের ১৫ জন শিক্ষককে অপসারণ করা হলে তারা আদালতের শরণাপন্ন হবেন। এদিকে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কোর্স রেজিস্ট্রেশনের তারিখ নতুন করে ঘোষিত না হওয়ায় তাদের ছমাসের একটি টার্মের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত।

উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভায় স্থাপত্য বিভাগের ১৫ জন শিক্ষকের অপসারণ দাবি করা হয়েছে। এই ১৫ জন শিক্ষকই স্থাপত্য বিভাগের নতুন ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে আন্দোলনের এক পর্যায়ে পদত্যাগ করেছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর হাস্তক্ষেপে অচলাবস্থা কেটে গেলে গত ২৫ মার্চ তারা যৌথভাবে এক পত্রে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন।

পদত্যাগী শিক্ষকদের কারো কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, তাদেরকে অপসারণ করার সত্যিই যদি কোনো সিদ্ধান্ত হয় তবে তারা আদালতের শরণাপন্ন হবেন।

কর্তৃপক্ষ পদত্যাগী শিক্ষকদের ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাদেরকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে বলেছিলেন। পদত্যাগী শিক্ষকরা বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে রেজিস্টারের কাছে যৌথভাবে একটি পত্রে তাদের পদত্যাগপত্র বাতিল করার অনুরোধ জানান। কিন্তু একটি পত্রে সবার এ আবেদন রেজিস্টার গ্রহণই করেননি বলে জানা যায়।

এটাকে কর্তৃপক্ষের চাল হিসেবে বর্ণনা করে স্থাপত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস বলেন, শিক্ষক সমিতি কখনো শিক্ষকের অপসারণ দাবি করতে পারে না। তিনি বলেন, 'এতে করে তারা বুঝিয়ে দিল প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষক ও স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক এক না।'

এদিকে স্থাপত্য বিভাগের ৩৬২ জন ছাত্রছাত্রীর কোর্স রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ঘোষণা না হওয়ায় তাদের বর্তমান টার্ম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা গত ২৩ মার্চ সমাধান হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা সেদিন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত করার ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণের লিখিত দাবি জানায়।

স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রদের অভিযোগ, কোর্স রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও কর্তৃপক্ষ তাদের অনুরোধ করে রেজিস্ট্রেশন শেষ করতে। এখন সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়ার পরও কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে উদাসীনতা দেখাচ্ছে।

এ ব্যাপারে স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ফারুক এ ইউ খান জানান, স্থাপত্য বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রকে এখন একাডেমিক কাউন্সিলের কাছে পৃথকভাবে দরখাস্ত করতে হবে। আগামী ১৫ এপ্রিল একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাদের কোর্স রেজিস্ট্রেশন করা হবে কি হবে না। তবে এ ব্যাপারে বুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।